দৈনিক বাংলা

12 OCT 1991

তারিখ ... 12 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

130

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ শনিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৯৮ ঃ ১২ই অক্টোবর, ১৯৯১

শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে বৃহস্পতিবার রাতেও গোলাগুলি হয়েছে। হচ্ছে গত ক'দিন ধরেই। প্রচন্ড সহিংসতা শেষে ৪৭ দিন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর খুলবার দিন থেকেই সেখানে পুনরায় উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। প্রায় প্রতি রাতেই গোলাগুলি হয়। আর দিনে ছাত্র সংগঠনগুলো ঐ গোলযোগের জন্য পরস্পরকে অভিযুক্ত করায় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

তবে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমিত নেই। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এই অবস্থা বিরাজমান। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার রাতে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে। গোলযোগের ফলে বন্ধ হয়ে আছে দেশের প্রায় সবগুলো মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়াও একই কারণে বন্ধ হয়ে আছে আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে এখন প্রায় এক-শতটি শিক্ষায়তন বন্ধ হয়ে আছে সেখানে মারাত্মক সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে। যেগুলো খোলা আছে, যেমন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে পরি-স্থিতি আরো ঘোলাটে। সেখানে প্রায় নয় মাস ধরে চরম উত্তেজনা আর নৈরাজ্য বিরাজ করছে।

এই অবস্থার ফলে শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে এক অচলাবস্থা বিরাজ করছে। এই অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই এবং ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পঠন পাঠন ও শিক্ষামূলক সকল কর্মসূচী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেশন জট পৌছে গেছে চরম পর্যায়ে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন এর ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে তেমনি জাতীয় অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করে সেখানে শান্তি স্থাপন ও পুনরায় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা কম আবেদন নিবেদন করি নাই, বলতে গেলে এ জন্য আমরা মাথা কুটে মরেছি। বিভিন্ন মহল থেকেও এ ব্যাপারে আবেদন-নিবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ভয়ংকর অবস্থার অবসান ঘটেনি বরং সেখানে অশান্তি আর সহিংসতা আরো বেড়েছে।

দেশে এখন পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। বলা যেতে পারে যে, এক সপ্তাহ আগেও দেশে ক্রান্তিকাল চলছিল। কিন্তু এখন সেই কালও পেরিয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকার এখন ক্ষমতায় আসীন। সুতরাং এখন এই সরকারের পক্ষে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার গুরু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এখন সরকারের প্রয়োজন কেবল দৃঢ় সংকল্পের। সরকারকে তাই শিক্ষাঙ্গনের এই কলংক মুক্ত করার জন্য অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকার সত্যি দৃঢ়তার সাথে শিক্ষাঙ্গনের এই দুষ্ট ক্ষতটি নিরাময় করতে উদ্যোগ নিলে কায়েমী স্বার্থ যাই বলুক, গোটা জাতি তাতে বলিষ্ঠ সমর্থন যোগাবে। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলা প্রয়োজন যে শিক্ষাঙ্গনের অশান্তি দূর করার ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসহ সর্বমহলের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণও অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট সব মহলের সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন মনোভাব ছাড়া শিক্ষাঙ্গনের সহিংসতা দূর করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আর আমরা আবারও বলব, এই কাজটি করার ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে গেছে এবং তাতে আরো অনেক ক্ষতি হয়েছে, তাই আর বিলম্ব নয় এখুনি বজ্র কঠোর দৃঢ়তা নিয়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে সহিংসতার বিষবৃক্ষটি উপড়ে ফেলার পদক্ষেপ নিতে হবে।